# আব্বাসীয় খলিফা হারুণের সাথে তৎকালীন বিখ্যাত পাগল বাহলুলের কথোপকথন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ আব্বাসীয় খলিফা হারুণের সাথে তৎকালীন বিখ্যাত পাগল বাহলুলের কথোপকথন

হে হারুণ! হে হারুণ!হে উন্মাদ!

তোমার কখন বুঝ হবে?

পাগল আমি নাকি তুমি?

হারুণ !আমিই তো বুদ্ধিমান।

তোমার আবার কখন থেকে বুঝ আসা শুরু করল?

কারন, আমি জানি, তোমার  এই প্রাসাদ অস্থায়ী।

আর এই কবর স্থায়ী। তাই আমি একে আবাদ করেছি।  তুমি তোমার প্রাসাদকে আবাদ করে এই কবরকে অনাবাদ করেছো।

তাই তুমি আবাদী স্থান হতে অনাবাদী স্থানে যেতে পছন্দ কর না। অথচ তুমি জান সে স্থানে তোমার যেতেই হবে। এই কবরগুলোতে আমি ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করেছি সম্মানিত-লাঞ্ছিতরা আজ কোথায়?রাজত্বের কারণে দাম্ভিক ব্যক্তি আজ কোথায়? কোথায় আজ অহংকারী  প্রশংসিত ব্যক্তিগণ?

হারুণ!তোমার এই কাজগুলো কি পাগলামো নয়?

ওয়াল্লাহি! তুমি সত্য বলেছো। আমাকে আরও নসিহত কর।

আল্লাহর কিতাবকে আঁকড়ে ধর, সেটাই যথেষ্ট। সেখানে যেমন রয়েছে সংবাদ, তেমন রয়েছে শিক্ষা।

তোমার কোন প্রয়োজন থাকলে বল আমি পূরণ করে দেব।

হ্যাঁ। তিনটি  প্রয়োজন। যদি পূরণ করে দিতে পার ধন্যবাদ পাওয়ার উপযুক্ত হবে।

বল তাহলে।

আমার বয়স বাড়িয়ে দাও। আমি পারব না।

আজরাইল থেকে আমাকে রক্ষা কর। আমার সামর্থ নেই।

আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। আমার সে শক্তি নেই।

জেনে রাখ তাহলে  তুমি বাদশাহ নও, গোলাম। আর কোন গোলামের নিকট আমার কোন চাওয়া নেই।

আব্বাসীয় আমলের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও তাক্বওয়াবান খলিফা হারুনুর রশীদের সাথে বাহলুলের এই ঘটনা বেশ প্রসিদ্ধ। বাহলুল ছিলেন হারুনুর রশীদের আমলের একজন হাকীম ও মা'রেফাতি জ্ঞানের অধিকারী। কিন্তু তিনি সে সময় পাগল হিসাবেই বিখ্যাত ছিলেন। অনেকেই বলেন, তিনি মানুষ থেকে বাঁচতে, পাগলামো প্রদর্শন করতেন। ইমাম হাসান নিসাপুরী তার 'উক্বালাউন মাজানিন' গ্রন্থে এই ঘটনা উল্লেখ করেন।

.....।।